ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 2, July 2019 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Scanned by CamScanner

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 2, July 2019 AD

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
[Serial 56 in Group C of UGC-CARE List]

সপ্তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)

প্রফেসর নির্বাণ বসু

প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর

প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ

প্রফেসর অমিত দে

Scanned by CamScanner

উপদেষ্টামণ্ডলী

ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী (পৃষ্ঠপোষক, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা)
প্রফেসর সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম
প্রফেসর হোসেনুর রহমান প্রফেসর পবিত্র সরকার প্রফেসর রজতকান্ত রায়
বারিদবরণ ঘোষ প্রফেসর পল্লব সেনগুপ্ত
ড. গৌতম নিয়োগী প্রফেসর সুমিতা চক্রবর্তী
প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ প্রফেসর রণবীর চক্রবর্তী

সম্পাদকমণ্ডলী

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক) প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ প্রফেসর অমিত দে

সম্পাদকীয় দপ্তর

ড. সৌমিত্র শ্রীমানী, ৮বি বারাণসী ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৭
দূরভাষ : (০৩৩) ২২১৮-৪১৯৫

Scanned by CamScanner

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

Registration No. S/2L/No. 11071 of 2013-2014
Under West Bengal Registration of Societies Act XXVI of 1961

কার্যনির্বাহী সমিতি ২০১৮-২০

পৃষ্ঠপোষক	:	প্রফেসর বিনয়ভূষণ চৌধুরী
সভাপতি	:	ড. কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়
সহসভাপতি	:	প্রফেসর আনন্দগোপাল ঘোষ প্রফেসর নির্বাণ বসু প্রফেসর সুচন্দ্রা ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	:	ড. সিদ্ধার্থ গুহ রায়
সহসম্পাদক	:	বিদ্যুৎ সরকার
কোষাধ্যক্ষ	:	ড. তপতী ভট্টাচার্য
সদস্য	:	ড. সৌমিত্র শ্রীমানী ড. অরুন্ধতি মুখোপাধ্যায় শুভাশিস ঘোষ ড. নীলাংশুশেখর দাস ড. সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায় ড. সুভাষ বিশ্বাস ড. পলাশ মণ্ডল প্রসেনজিৎ মুখার্জী অয়ন ব্যানার্জী দেবাশীষ পাল রাজেশ বিশ্বাস অমৃতা শেঠ অক্রুর সরদার

Scanned by CamScanner

ইতিকথা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
ISSN 2320-3447 *Itikotha* (Print)
Vol. VII, No. 2, July 2019 AD

সম্পাদকীয় ৯

স্মরণালেখ্য

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৯) ১১
নির্বাণ বসু

সুশীল চৌধুরী (১৯৩৭-২০১৯) ২১
মোহাম্মদ শাহনূরুর রহমান

অলোক রায় (১৯৩৬-২০১৯) ২৬
গৌতম নিয়োগী

প্রবন্ধ

ভারতীয় শিল্পকলার নয়া দিশার খোঁজ—এক বিদেশিনীর উদ্যোগ ৩৬
রঞ্জনকান্তি জানা

কাশিমবাজারে বাঙালির রেশম ব্যবসা: প্রাক্-পলাশি পর্ব ৫৯
সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী

রামমোহন-উত্তর যুগে রংপুর জেলায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন: প্রসঙ্গ রংপুর (সদর) ৮৩
রাহুল কুমার দেব

বীরভূম জেলার বস্ত্রশিল্প এবং শিল্পী সম্প্রদায়—স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব ১০৭
শ্রীমন্তী ভকত

আত্মকথনের স্ত্রী পর্ব: উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন নির্বাচিত নারীর আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার একটি বিশেষ অধ্যয়ন ১২২
শ্রেয়া রায়

বিহারের সোধ-বংশী খালসা: একটি ক্ষুদ্র শিখ অধিষ্ঠানের আখ্যান ১৪৬
জগমোহন সিং গিল

মিল অমিল—জাতীয় আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র ১৭১
নিখিলেশ গুহ

ফ্রান্স ১৮৪৮: প্রজাতন্ত্রের প্রথম পুনরুত্থান ১৮৮
সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী

গ্রন্থ সমালোচনা

যুদ্ধ, বিপ্লব, যুক্তি ও প্রযুক্তি: বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি ২১৭
অনিমেষ গুপ্ত

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১১-২০
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (১৯৩৮-২০১৯)

নির্বাণ বসু*

(প্রাপ্ত : ১২ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি.)

আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এক অগ্রগণ্য রূপকার, যশস্বী গবেষক ও কৃতী অধ্যাপক সব্যসাচী ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ আগস্ট কলকাতায় এক উচ্চশিক্ষিত সুপ্রতিষ্ঠিত পরিবারে। মাতা বীণাদেবী সুশিক্ষিতা গৃহবধূ, পিতা নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য স্কটিশচার্চ কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির প্রসিদ্ধ অধ্যাপক, কোনো দলের সদস্য না হয়েও বামপন্থী মতবাদের সহমর্মী এবং শিক্ষক-অধ্যাপক আন্দোলনের পুরোধা। সব্যসাচী ভট্টাচার্যের পিতৃ ও মাতৃকুল উভয়েই পূর্ববঙ্গের আদি বাসিন্দা হলেও, তাঁর বাল্য ও ছাত্রজীবন কেটেছে দক্ষিণ কলকাতার এই আলোকদীপ্ত পরিবেশেই। কৃতী ছাত্র সব্যসাচী বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই-এ ও বি-এ ইতিহাসে অনার্স সহ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম-এ (১৯৫৯) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী-র তত্ত্বাবধানে অর্থনৈতিক ইতিহাসের ওপর গবেষণার সূত্রে ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Some Aspects of the Fiscal and Financial Policy and the Financial System of the Government of India (1858-1872) শীর্ষ গবেষণাকর্মের জন্য পি.এইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করেন। পরে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে এই গবেষণা ওপর ভিত্তি করে সিমলার Indian Institute of Advanced Study থেকে প্রকাশিত হয় *The Financial Foundations of the British Raj: Ideas and Interests in the Reconstruction of Indian Public Finance 1858-1872*। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে এর নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় *Financial Foundations of the British Raj*।

---

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১-২৫
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

সুশীল চৌধুরী (১৯৩৭-২০১৯)

মোহাম্মদ শাহ্‌নূরুর রহমান*

(প্রাপ্ত : ৪ মে ২০১৯ খ্রি.)

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি নার্সিংহোমে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী ৮১ বছর বয়সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে অল্পদিনের অসুস্থতার পরই মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান স্ত্রী অধ্যাপিকা মহাশ্বেতা চৌধুরী, পুত্র শিলাদিত্য (রাজ) চৌধুরী এবং কন্যা পরমা (মিতুল) চৌধুরীকে। এটি অত্যন্ত আনন্দ ও গর্বের বিষয় এই যে, রাজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ আলাবামার Innovative in Learning Center-এর Executive Director এবং মিতুল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা।

অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী ছিলেন বিদগ্ধ পণ্ডিত ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, খুব সফল শিক্ষক, চিন্তাশীল গবেষক, গুরুগম্ভীর গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক, স্বতঃস্ফূর্ত লেখক এবং অসাধারণ বাগ্মী। এককথায়, তাঁর শিক্ষা ও কর্মজীবন ছিল অতি উজ্জ্বল।

১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর তিনি ব্রিটিশশাসিত ভারতের ব্রহ্মদেশের আকিয়াবে জন্মগ্রহণ করেন। কর্মসূত্রে তাঁর পিতা তখন সপরিবারে আকিয়াবে থাকতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের পরিবার নিজেদের বাস্তুভিটে চট্টগ্রামে ফিরে আসেন। সেখান থেকে কিশোর সুশীল চৌধুরী বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে পড়াশুনা করার জন্য কলকাতায় আসেন এবং এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। এরপর

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, নর্থ-ইস্টার্ন হিল ইউনিভার্সিটি।
e-mail : shahnoorur@yahoo.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২৬-৩৫
www.bangiyaitihas.in

স্মরণালেখ্য

অলোক রায় (১৯৩৬-২০১৯)

গৌতম নিয়োগী*

(প্রাপ্ত : ২০ জুন ২০১৯ খ্রি.)

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা তখন সদ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তার মুখপত্র হিসেবে বেরিয়েছে *ইতিকথা*। চেষ্টা চলছে ইতিহাসের জগতের মানুষজনের সঙ্গে অন্য বিষয়েও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের জড়ো করার। *ইতিকথা*-র উপদেষ্টামণ্ডলীর আয়তন বৃদ্ধি ঘটল। কার্যনির্বাহী সমিতির অনুরোধে আমার ওপর ভার পড়ল অধ্যাপক অলোক রায়কে ওই উপদেষ্টামণ্ডলীতে থাকতে রাজি করানোর। মনে আছে সুভদ্র ও সজ্জন মানুষটিকে আমি অনুরোধ করা মাত্র স্মিত হেসে সম্মতি জানিয়েছিলেন। ইতিহাসানুরাগী অলোক রায় তারপর বরাবরই আমাদের আনুকূল্য করে গেছেন।

আগামী মাসের ১৫ তারিখে তাঁর ৮৩ বছর পূর্ণ করে ৮৪-তে পা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা হল না। তার আগেই আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। অথচ ইদানীং আমার শারীরিক কারণে দেখাসাক্ষাৎ দূরের কথা, টেলিফোনে কথা পর্যন্ত বলতে পারতাম না। লোকমুখে শুনেছি ইদানীং বেশ কিছুদিন তিনিও সুস্থ ছিলেন না। কার্যত গৃহবন্দী অবস্থায় তাঁর প্রয়াণের সংবাদ পাই স্নেহভাজন অম্লান দত্তের এক 'পোস্ট' দেখে। কতকটা নিঃশব্দেই যেন নিভৃতচারী মানুষের মতো এই চলে যাওয়া। আমিও এই ভঙ্গুর শরীর নিয়ে এবং ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথা সরিয়ে রেখে, তাঁর প্রয়াণলেখ কতটা ঠিকভাবে রচনা করে উঠতে পারব জানি না। তাই পাঠকপাঠিকাদের কাছে অগ্রিম মার্জনা চেয়ে নিচ্ছি।

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর (অব.), রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া এবং বর্তমানে সাধারণ সম্পাদক, যোশী অধিকারী ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল স্টাডিজ, পশ্চিমবঙ্গ।
e-mail : goutamneogi1947gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) *পৃ.* ৩৬-৫৮
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

ভারতীয় শিল্পকলার নয়া দিশার খোঁজ—এক বিদেশিনীর উদ্যোগ

রঙ্গনকান্তি জানা*

(প্রাপ্ত : ১২ অগাস্ট ২০১৮ খ্রি., মানোন্নীত: ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল একজন আইরিশ মহিলা (১৮৬৭-১৯১১ খ্রি.), জন্মেছিলেন আয়ার্ল্যান্ডের ডান্‌গ্যাননে।[১] বাবা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল এবং মা ইসাবেল নোবেল। ১৮৮৪ খ্রি. হ্যালি ফ্যাক্স স্কুলে পাঠ শেষ করে তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাজ নেন। তিনি আয়ার্ল্যান্ডের মেয়ে। তাঁর পিতামহ ইংল্যান্ডের অধীনতা থেকে স্বদেশের মুক্তিসংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। মনে রাখতে হবে জন্মসূত্রে মার্গারেট ইংরেজবিদ্বেষী এবং বিপ্লবী। লন্ডনে থাকাকালীন তাঁর জীবনের প্রথম আঠাশটি বছর তিনি পার্নেল ও রাশিয়ার প্রিন্স ক্রপাটকিন দ্বারা মতাদর্শগতভাবে বিশেষ প্রভাবিত ছিলেন। আয়ার্ল্যান্ডের কতকগুলি বিপ্লবের কেন্দ্র যা লন্ডনে অবস্থিত ছিল, তার পরিচালনাভার তাঁকেই পালন করতে হত। আইরিশ সিন্‌ফিন্‌ রাশিয়ার নিহিলিজ্‌ম—এই উভয়মতের এক সংমিশ্রিতভাব তাঁর ওপর ক্রিয়াশীল ছিল। তাঁর মানসিক বিকাশ এদের প্রভাবেই ক্রমশ পরিপুষ্টি লাভ করেছিল। মার্গারেট স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে খুব কম বয়সে কর্মজীবন শুরু করেন ও শেষ পর্যন্ত ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে রাস্কিন স্কুল স্থাপন করেন। ছোটো ছেলেমেয়েদের স্কুলে শিক্ষিকারূপে কাজ করার সময় তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতিতে মৌলিকতার প্রকাশ পায়। যৌবনে তাঁর দুবার বিবাহের প্রস্তাব আসে। প্রথমবার (১৮৯০ খ্রি.) বিবাহে ইচ্ছুক যুবকের মৃত্যু হয়। দ্বিতীয়বার (১৮৯৪ খ্রি.) বিবাহে ইচ্ছুক যুবকটি তাঁকে পরিত্যাগ করে তার পূর্ব প্রণয়িনীকে বিবাহ করে। এই ঘটনায় তিনি মনে খুব আঘাত পান। মার্গারেট-এর আঠাশ বছর বয়সে

* অধ্যক্ষ, প্রত্নশালা ও চিত্রবীথি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান।
e-mail : rangan.jana07@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৫৯-৮২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

কাশিমবাজারে বাঙালির রেশম ব্যবসা: প্রাক্-পলাশি পর্ব

সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী*

(প্রাপ্ত: ২৬ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ৩ মার্চ ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আঠারো শতকের বাংলা ছিল বাণিজ্যের এক 'স্বর্ণভূমি'। এই বাণিজ্যের টানেই সাগর পার হয়ে বিদেশিদের আগমন ও বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন। বাণিজ্য মূলত চলত বাংলার রেশম ও সুতি কাপড়কে কেন্দ্র করে। রেশম উৎপাদন ও বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার। মুর্শিদাবাদ তখন পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজস্ব-জোগানদার। এই রাজস্বের এক বড়ো অংশ আসত বাণিজ্য-জাত শুল্ক থেকে। বাণিজ্যের সঙ্গে স্থানীয় বাঙালি বণিকদের সঙ্গে যুক্ত ছিল মাড়োয়ারি ও গুজরাটি বণিকরা। স্থানীয়রা আবার বিভক্ত ছিল জাতভিত্তিক মূল দুটি দলে। দলাদলি লেগেই ছিল। তার সুযোগ ইংরেজ কোম্পানি যেমন নিয়েছে তেমনি নিয়েছে স্থানীয় বণিককুল। এই বণিকদেরই অন্যতম ছিলেন কান্তবাবু যিনি বাংলার ইতিহাসের এক অনন্য চরিত্র। অসাধারণ বুদ্ধিবল ও পরিস্থিতি অনুসারে কাজ করার দক্ষতা নিয়ে তিনি উঠে এসেছিলেন শীর্ষে।

সূচকশব্দ

রেশম, কাশিমবাজার, কোম্পানি, ইংরেজ, কাঠমা, শর্মা, কান্তবাবু, দাদন।

ভাগীরথী তখন যৌবনবতী। সময় অষ্টাদশ শতাব্দী। প্রবহমানা জলধারা দিল্লির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ সাধন করেছে। এই পথেই শাহজাদা খুর্‌রম, যিনি পরবর্তী কালে

---

* অধ্যাপক (অব.), নাট্যবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : scn1928@yahoo.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ৮৩-১০৬
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

রামমোহন-উত্তর যুগে রংপুর জেলায় ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন: প্রসঙ্গ রংপুর (সদর)

রাহুল কুমার দেব*

(*প্রাপ্ত: ১২ জুলাই ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ২২ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.*)

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক পর্যায়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অখণ্ড বঙ্গদেশের রাজসাহী-কুচবিহার ডিভিশনের কমিশনারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জেলা রংপুর হলেও ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন দেশভাগের দরুন বর্তমানে রংপুর বাংলাদেশের অন্তর্গত উত্তরের একটি প্রান্তিক জেলায় পরিণত হয়েছে এবং তাকে ভেঙে বেশ কিছু নতুন জেলা তৈরি হওয়ায় তার সীমানাও যথেষ্ট পরিবর্তিত হয়েছে। স্বাধীনতার পূর্বে এটি ২৫°২´৫০" উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°১৯´৩০" উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে এবং ৮৮°৪৭´০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৮৯°৫৫´৩০" পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত ছিল।[১] উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অবিভক্ত রংপুরের কালেক্টর জন ডিগবি সাহেবের অধীনে রাজকাজে নিযুক্ত থাকার উদ্দেশ্যে রামমোহন রায়ের রংপুরে অবস্থানকালেই তাঁর মধ্যে সর্বপ্রথম একেশ্বরবাদী চেতনা দানা বেঁধেছিল এবং সেসময় রংপুরের জনসাধারণের মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রচারও করেছিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা তাঁর বাড়িতে ধর্মালোচনার জন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসী, মুসলমান মৌলবি, জৈন মাড়োয়ারি প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হত। রাজা তাঁদের মধ্যে সমাসীন হয়ে পৌত্তলিকতার অসারত্ব, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ও ব্রহ্মোপাসনার সারতত্ত্ব সকলকে বুঝিয়ে দিতেন।[২] এমনকি তিনি রংপুরে থাকতে পারস্য ভাষায় একেশ্বরবাদ প্রতিপাদক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করেছিলেন।[৩]

---

* এমফিল স্টুডেন্ট, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : rdrahuldev06@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১০৭-১২২
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

বীরভূম জেলার বস্ত্রশিল্প এবং শিল্পী সম্প্রদায়—স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব

শ্রীমন্তী ভকত*

(প্রাপ্ত: ১০ অগাস্ট ২০১৮ খ্রি., মনোনীত: ২০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বর্ধমান জেলার পার্শ্ববর্তী জেলা বীরভূমের অর্থনৈতিক চরিত্র মূলত কৃষিনির্ভর হলেও তাতে শিল্প এবং বাণিজ্যের অল্পবিস্তর ভূমিকা রয়েছে। বীরভূম জেলার বস্ত্রশিল্পের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। দেশি সুতিবস্ত্র বা গড়ার কাপড় ছিল এই জেলার সবচেয়ে অধিক পরিমাণে উৎপাদিত পণ্য। বীরভূম তথা সমগ্র বাংলার এই বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস সাধিত হয় অষ্টাদশ শতকে ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে। বস্ত্রশিল্পের বিকাশের পথে যে প্রতিবন্ধকতাগুলি ছিল তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হল, কাঁচামালের অভাব, দাদন ব্যবস্থার সংকট, কোম্পানির বিরুদ্ধে তাঁতি অসন্তোষ ও প্রতিরোধ প্রভৃতি। গড়া শিল্পের দ্রুত পতনের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হল তার আংশিক ক্ষতিপূরণ হয় জেলায় কাঁচা রেশম শিল্পের ক্রম পুনরুজ্জীবনে। বীরভূম জেলার বস্ত্রশিল্পের কাহিনি এখানেই থেমে থাকেনি। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে এই শিল্প যেমন নিজস্বতা ধারণ করেছে তেমনি আধুনিকতাকেও গুরুত্ব দিয়েছে। বীরভূম জেলার কাঁথাস্টিচের কাজ এবং বাটিক ও বাঁধনি শিল্প খুব উন্নত। তবে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শিল্পীদের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। শ্রমের তুলনায় তাঁরা তাঁদের মজুরি পান না। তাঁদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই শিল্পের উন্নতির পথে একটি বিশাল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। অভাবে পড়ে শিল্পীরা যাতে কোনো সময়েই তাঁদের শিল্পসৌন্দর্য হারিয়ে না ফেলেন তা দেখা দরকার। হস্তশিল্পীদের অবস্থার উন্নতির জন্য সরকারি সচেতনতা বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

---

* পি.এইচ.ডি স্কলার, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : aamishreemanti1984@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, *বর্ষ ১*, *সংখ্যা ২*, *জুলাই ২০১৯ খ্রি*. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১২২-১৪৫
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

আত্মকথনের স্ত্রী পর্ব: ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কয়েকজন নির্বাচিত নারীর আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথার একটি বিশেষ অধ্যয়ন

শ্রেয়া রায়*

(*প্রাপ্ত: ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি., মানোন্নীত: ২৪ জুন ২০১৯ খ্রি.*)

সারসংক্ষেপ

উনিশ শতকে নারী সমস্যা, প্রগতি ও আধুনিকতা সংক্রান্ত বিতর্কের অংশবিশেষ হয়ে উঠলে নারীশিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়ে যায়; সে আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক শাসনাধীন সমাজের পুরুষদের 'নতুন নারী' সন্ধানের অংশ বিশেষ। সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে কীভাবে গড়ে উঠবে দেশজ সংস্কৃতির অবয়ব এবং সেই সংস্কৃতিতে ভারতীয় নারীর বিশিষ্ট ভূমিকা কী হবে—জাতীয়তাবাদী চিন্তা আবর্তিত হত এসব প্রশ্নকে ঘিরে। নারীকে অন্দরমহলে রেখে তাকে জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াকে 'নারী সমস্যার জাতীয়তাবাদী সমাধান' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতকের শেষে ও বিংশ শতকের গোড়ায় 'নব্য ভদ্রমহিলা'র এক আদর্শায়িত প্রতিমা নির্মাণের ব্যাপক উদ্যোগই এই চিন্তাধারার সাক্ষ্য দেয়। পুরুষ নির্মিত এই প্রতিমাকে নারীরা যে সবসময় নিঃশব্দে অনুসরণ করে গেছেন, এমন নয়। একদিকে পরিশুদ্ধ শাস্ত্রসম্মত নারীত্বের আদর্শ আর অন্যদিকে পশ্চিমি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত শিক্ষিত নারীর আদর্শ—এই দ্বিবিধ চাপ মাথায় নিয়েও মেয়েরা বিবিধ পত্রপত্রিকায় লেখার মাধ্যমে নিজেদের সত্তা ও সামাজিক অবস্থানকে নানাভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। 'আত্মজীবনী' ও 'আত্মকথা' লেখা সেই প্রয়াসেরই অঙ্গ। আর সেই প্রেক্ষাপটেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙালি মহিলাদের আত্মজীবনী

* আংশিক সময়ের শিক্ষিকা, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, কলকাতা ৬৩
e-mail : shreyagreat17@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ১, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৪৬-১৭০
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

বিহারের সোধ-বংশী খালসা: একটি ক্ষুদ্র শিখ অধিষ্ঠানের আখ্যান

জগমোহন সিং গিল*

(প্রাপ্ত: ১২ অগাস্ট ২০১৮ খ্রি., মানোন্নীত: ১৭ মার্চ, ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষে পাঞ্জাবের শিখদের পরই দ্বিতীয় বৃহত্তম শিখ অধিষ্ঠান লক্ষ করা যায় বিহারে। শিখধর্মের উৎপত্তির প্রারম্ভিক কাল থেকে বিভিন্ন সময় শিখ ধর্মগুরুরা তাঁদের ধর্ম প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যে একদা বিহারের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছিলেন। তারই ফলস্বরূপ কালক্রমে বিহারীদের মধ্যে শিখধর্মের সম্প্রসারণ ঘটে। এজন্য দেখা যায় যে, বিহারের শিখরা অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে নিজেদেরকে শিখ ধর্মগুরুদেরই উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করে থাকেন এবং সেই সঙ্গে তাঁরা শিখধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ ও পালন করে থাকেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিখ ধর্মাবলম্বীরা বিহারের সংস্কৃতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে সক্ষম হন এবং শুধু তাই নয় সেই সঙ্গে তাঁরা নিয়মিতভাবে শিখধর্মের পবিত্র ভূমি পাঞ্জাবের শিখদের সঙ্গেও নিয়মিতভাবেই যোগাযোগ রেখে চলেছেন। সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের নজিরও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। উভয় স্থানেরই শিখ ধর্মাবলম্বীরা বছরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিনিময় করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মেলবন্ধনের ভিত্তিটি অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে গড়ে উঠেছে।

সূচকশব্দ

শিখ, শিখ সন্ত, ধর্মপ্রচার, গুরুদুয়ারা প্রতিষ্ঠা, শিখ অধিষ্ঠানের জন্ম, বিহারী শিখ, ধর্মীয় ঐক্যস্থাপন, প্রাত্যহিক জীবনযাপন ও পেশা।

---

* সাধারণ সম্পাদক ও অধিকর্তা, শিখ মিশন (পূর্ব ভারত, শিরোমণি গুরুদুয়ারা প্রবন্ধক কমিটি, অমৃতসর)।
e-mail : jagmohan_s_gill@yahoo.co.in

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৭১-১৮৭
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

মিল অমিল—জাতীয় আন্দোলনে শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র

নিখিলেশ গুহ*

(প্রাপ্ত: ২২ নভেম্বর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ১০ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

একই বছরে (১৯৩৯) শ্যামাপ্রসাদ এবং সুভাষচন্দ্র জাতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসের বিকল্প পথের সন্ধানে ভিন্ন ভিন্ন দিক নির্দেশ করেন। প্রায় সমসাময়িক এই দুই নেতা (বয়সে সুভাষচন্দ্র চার বছর বড়ো ছিলেন) দীর্ঘকাল কলকাতায় পরস্পরের কাছাকাছি বাস করলেও, ইতিপূর্বে তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের নিদর্শন নেই। বরং এরপর তাঁরা কলকাতার পুরনির্বাচনে পরস্পরের বিরোধিতা করেছিলেন। সাধারণত, তাঁদের দুই বিপরীত মার্গে অবস্থান বলেই আমরা ধরে নিই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখতে পাব ভারতের সনাতন চিন্তাধারার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল, ঈশ্বরাভিমুখী চিন্তায় ও সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে নিঃস্বার্থ দেশসেবায় তাঁরা কতটা কাছাকাছি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য অহিংস আন্দোলনের তুলনায় সশস্ত্র সংগ্রামে তাঁদের বিশ্বাস তাঁরা গোপন করেননি।

সূচকশব্দ

শিক্ষা, ধর্ম, বিবেকানন্দ, আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মতের মিল না হওয়ায় শ্যামাপ্রসাদ ও সুভাষচন্দ্র একই বছর (১৯৩৯) রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিন্ন পথে স্বতন্ত্রতার সন্ধান করেন। তবে এর আগেও পারিবারিক এবং পারিপার্শ্বিক ভিন্নতার কারণে তাঁদের মধ্যে বিশেষ সংযোগ ছিল বলে জানা যায় না। আশুতোষের মতো বিরাট খ্যাতি ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী না হলেও কটকের

* প্রফেসর (অব.), ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : guhanikhilesh@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ১৮৮-২১৬
www.bangiyaitihas.in

প্রবন্ধ

ফ্রান্স ১৮৪৮: প্রজাতন্ত্রের প্রথম পুনরুত্থান

সুভাষরঞ্জন চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি., গৃহীত: ১০ জানুয়ারি ২০১৯ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে এক বিপ্লবের মাধ্যমে ফ্রান্সে যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—তার কাছে সাধারণের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। কারণ, ইতিমধ্যে ফরাসি জনগণ নানারকম রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনকে পর্যবেক্ষণ করেছে। নতুন সম্রাট লুই ফিলিপ কিন্তু গগনচুম্বী সব আশাকে সফলভাবে রূপ দিতে পারেননি। তাঁর অনুগামীদের মধ্যেও বিভাজন ঘটে যায়। কেউ মনে করতেন যে, ১৮৩০-এর বিপ্লব হচ্ছে চলমান। যে বুর্জোয়া শ্রেণির বিকাশ ঘটেছিল, তার মানসিকতার সঙ্গে আপামর সাধারণ জনতা ও শ্রমিকের মানসিকতায় ছিল বিরাট ফারাক। আবার বুরবোঁপন্থী ও নেপোলিয়নপন্থীরাও সুযোগ বুঝে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এই জটিল প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিল আরও এক বিপ্লবের পটভূমি। উত্থান হল সাধারণ কৃষক ও শ্রমিকের—যারা বহুক্ষেত্রে, বুর্জোয়াদের সঙ্গে সহমত পোষণ করত না। বিপ্লব হল আবার কিন্তু হল লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক প্রত্যাশাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল অভিনব এক কায়দায়।

সূচকশব্দ

জুলাই, বিপ্লব, রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, সরকার, সমাজবাদ, লুই ফিলিপ, বুর্জোয়া, শ্রমিক।

জুলাই রাজত্বের প্রতিষ্ঠা

১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লবের পরে লুই ফিলিপ রাজা হলেন। বুরবঁদের বদলে অরলেয়ঁ (Orleans) বংশের প্রতিনিধি লুই 'নাগরিক রাজা' হয়ে সিংহাসনে বসলেন। তাঁকে

* অধ্যাপক (অব.), প্রেসিডেন্সি কলেজ।
e-mail : srchakraborty@gmail.com

Scanned by CamScanner

ইতিকথা, বর্ষ ৭, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৯ খ্রি. (ISSN 2320-3447 *Itikotha*) পৃ. ২১৭-২২৮
www.bangiyaitihas.in

গ্রন্থ সমালোচনা

যুদ্ধ, বিপ্লব, যুক্তি ও প্রযুক্তি: বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক রাজনীতি

অনিমেষ গুপ্ত*

(*প্রাপ্ত: ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রি.*)

মানব ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু বিশেষ মুহূর্ত (defining moments), ঘটনাবলি (events), চিন্তাভাবনা (ideas)-র প্রায়োগিক পরিসরের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যতের ধারা ও গতিপ্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে। জ্ঞানদীপ্তি (enlightenment) ব্যতীত ফরাসি বিপ্লবকে কল্পনা করা কষ্টসাধ্য; অন্যদিকে Newtonian Science-এর ঘরানা অতিক্রম করে প্রযুক্তিগত ভিত্তির ওপর নির্ভরীকৃত প্রায়োগিক ফলিত বিজ্ঞান ও বাণিজ্যিক মূলধনের (mercantile capital) শিল্পজাত মূলধনে (industrial capital) রূপান্তরের ফলশ্রুতি হিসেবে শিল্পায়নের প্রক্রিয়া কালক্রমে শিল্পবিপ্লবের স্তরে উন্নীত হয়। আবার জাতীয়তাবাদ (nationalism)-এর ধারণা একাধারে গঠনমূলক (constructive) এবং অন্যদিকে উগ্র-ধ্বংসাত্মক (aggressive-catastrophic)—উভয় আঙ্গিকেই ঊনবিংশ শতক থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত লক্ষণীয় হয়েছে, যা একদিকে যেমন ইউরোপ, এশিয়া, লাতিন আমেরিকায় নতুন রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুতিকরণের মাধ্যমে বহু জাতিরাষ্ট্রের স্বকীয় পরিচিতি প্রদানে সমর্থ হয়েছে আবার অন্যদিকে এই জাতীয়তাবাদী ভাবধারাই উগ্র ও বিকৃত রূপ যখন ধারণ করেছে তখনই যুদ্ধ ও হিংসার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়েছে। বিংশ শতকের প্রথমার্ধে বিশেষত ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে যুক্তিবাদী, জাতীয়তাবাদী ও ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় একপ্রকার সংকটময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। পাশাপাশি রাজনৈতিক ও

* আংশিক সময়ের শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ।
e-mail : bangiyaitihas@gmail.com

Scanned by CamScanner

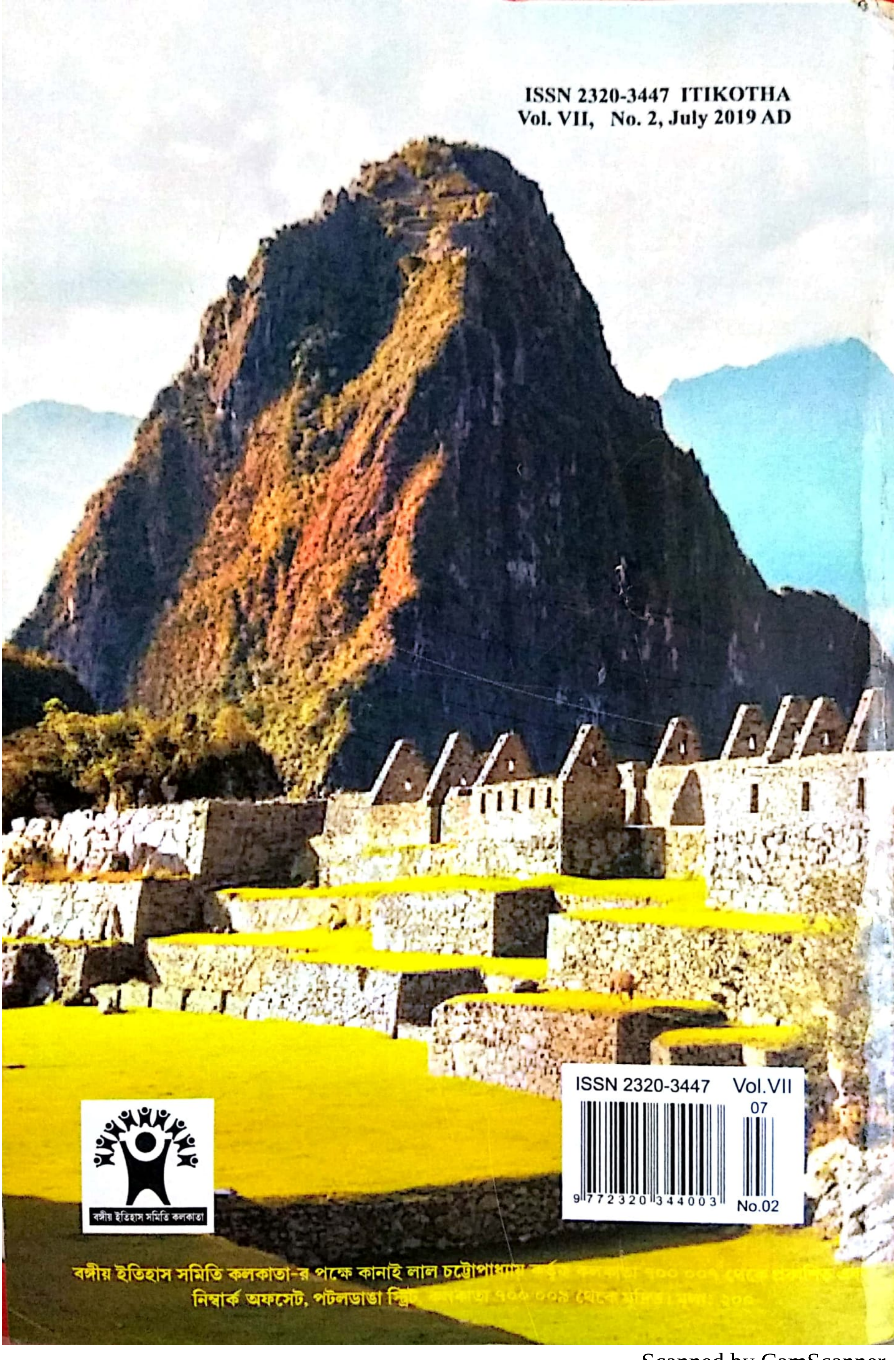

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. VII, No. 2, July 2019 AD

ISSN 2320-3447 Vol.VII
07
9 772320 344003 No.02

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা-র পক্ষে কানাই লাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত ও
নিম্বার্ক অফসেট, পটলডাঙা স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত। মূল্য: ২০০

Scanned by CamScanner